দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

জগন্নাথ কলেজ ঃ ছাত্র-শিক্ষকরা ছাত্র দলের সশস্ত্র দুই গ্রুপের কাছে জিম্মি

।। সারোয়ার হোসেন ।।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বিবদমান দু'গ্রুপের প্রকাশ্য অস্ত্রের মহড়ায় ছাত্রছাত্রীরা ভয়ে কলেজে আসা ছেড়ে দিচ্ছে। গত দেড় মাস যাবৎ কলেজে লাগাতার উত্তেজনা বিরাজ করছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ ছাত্রছাত্রীদের মনে আতংক বিরাজ করছে। এরা দৃশ্যত সশস্ত্র দু'গ্রুপের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। দু'গ্রুপের মহড়ায় কলেজ ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণভাবে কোন অনুষ্ঠান করা যাচ্ছে না। এক গ্রুপ বক্তৃতা দিলে অন্য গ্রুপ এসে অস্ত্র উচিয়ে অনুষ্ঠান ভন্ডুল করে দিয়ে যায়। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। গ্রুপ দুটো সংগঠনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণও মানছে না বলে জানা গেছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বিভিন্ন সংগঠনের অস্ত্রের আধিপত্য দীর্ঘদিনের। যখনই যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে তখনই সেই সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠনের কর্তৃত্ব নিয়েছে পুরনো ঢাকার মস্তানরা, কলেজ ক্যাম্পাসে কায়েম করেছে অস্ত্রের আধিপত্য। চাঁদাবাজি করেছে পুরো পুরনো ঢাকাব্যাপী।

চলতি বছরের প্রথমদিকে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সংগঠন কলেজ ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৪

জগন্নাথ কলেজ ঃ ছাত্র-শিক্ষক জিম্মি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিভক্ত হয়ে যায় দু'গ্রুপে। এক গ্রুপের নেতৃত্ব নেয় ছাত্রদল মহানগর কমিটির সহ-সভাপতি সগীর। অন্য গ্রুপটির নেতৃত্ব হাতে নেয় কাজল। এখনো কলেজ ক্যাম্পাসে এ দুটো গ্রুপই কাজ করছে। তবে গত সেপ্টেম্বর মাসে কাজল গ্রুপ অস্ত্রের মহড়া দিয়ে কলেজ থেকে সগীর গ্রুপকে বের করে দেয়। দখল করে নেয় একমাত্র অনুমোদিত ছাত্রাবাস মাহমুদা স্মৃতি ভবন, কলেজ মেস বাণী ভবন। এ গ্রুপটি কলেজ ক্যাফেটেরিয়ার দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় অবস্থান নেয়। রাতের বেলায়ও সশস্ত্র অবস্থায় সেখানে অবস্থান করে। এখনো পর্যন্ত তারা সেখানে অবস্থান করছে। দিনেরবেলা ক্যাফেটেরিয়া ও কলেজ ভবনের সাথে সশস্ত্র অবস্থায় গেরিলার মতো অবস্থান করে। সগীর গ্রুপের কেউ আসলেই সতর্ক হয়ে যায় এসব গেরিলা। এক অংশ নিচে এসে সশস্ত্র অবস্থায় ধাওয়া করে সগীর গ্রুপের কর্মীদের। ২/১ দিন পর পরই এরকম ঘটনা ঘটছে। গত ২ মাসে এক গ্রুপের নেতাকে নিমন্ত্রণ করায় অন্য গ্রুপের কর্মীরা ৫টি বিভাগীয় অনুষ্ঠান ভন্ডুল করে দেয়। এধরনের শেষ ঘটনাটি ঘটে গত সোমবার। ওইদিন ২ রাউন্ড গুলিবর্ষিত হয়। এ সময়ের মধ্যে পুলিশ একটি অস্ত্রের কারখানা আবিষ্কার করলেও এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি। প্রায়ই কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দু'গ্রুপের হাতে নাজেহাল হচ্ছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ দু' গ্রুপের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ পুরনো ঢাকায় চাঁদাবাজির আধিপত্য কায়েম করা। কলেজ ক্যাম্পাসে যারা শক্তিশালী তারাই পুরনো ঢাকায় চাঁদাবাজি বেশি করতে পারে। আর তাই কলেজ দখলের এ মহড়া। জানা গেছে, এ দু'গ্রুপের কারণে কলেজে ছাত্রদলের কোন সাংগঠনিক কমিটিও করা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাধিক প্রচেষ্টা ভেস্তে গেছে। জানা গেছে, কাজল গ্রুপ ইসলামপুর ও সদরঘাটের মস্তানদের সহায়তা নিচ্ছে আর সগীর গ্রুপ কলতাবাজার ও কবি নজরুল কলেজের মস্তানদের সহায়তা নিচ্ছে। এদের অস্ত্রের মহড়ায় ভীত হয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা কলেজে আসা ছেড়ে দিচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও ভীত সন্ত্রস্ত থাকছেন সবসময়।